

শ্রী শ্রী রাধাষ্টমী / দূর্বা অষ্টমী ব্রত

শ্রী শ্রী রাধাষ্টমী / দূর্বা অষ্টমী ব্রত

'আমি একমাত্র শ্রীরাধাকারই বশীভূত, তাই তো আগে রাধানাম!' সূর্যদবেকে বর দিয়ে বলছিলেন কৃষ্ণ।

কথিত আছে, এক বার রাধানাম উচ্চারণ করলে শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন।

এই জন্মই ভক্তরা প্রথমে কৃষ্ণের পূজা করার আগে, রাধার পূজা করেন। বিশ্বাস করা হয়, রাধা অষ্টমীর উপবাস করলে সমস্ত পাপস্খলন হয়।

ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে অষ্টমী তথিতিে শ্রী রাধার জন্ম। এদিনই রাধাষ্টমী হিসাবে পালন করা হয়। এই ব্রতপালনে দুঃখ দুর্দশা দূর হয়। পরম শান্তি লাভ হয়। গৃহে অভাব থাকে না। সব অমঙ্গল দূর হয়, বলে বিশ্বাস।

এরপর বৃন্দাবনে নন্দালয়ে অবতীর্ণ হন শ্রীকৃষ্ণ। আর সূর্যদবে আগেই সেখানে বৃষভানু নামে রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরাধা তাঁরই সন্তান। আজীবন রাধা নাম শ্রীকৃষ্ণের আগে উচ্চারিত হয়।

এইদিন শ্রীমতি রাধারানী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সকল ভক্তরা এইদিন খুব ভক্তরি সঙ্গে পালন করেন রাধারানীর কৃপা পাওয়ার আশায়। কারণ শাস্ত্রে বলা হয়, রাধারানী কৃষ্ণের গুরু। তাই রাধারানীর কৃপা পেলে অন্যাসহে কৃষ্ণ কৃপা পাওয়া যায়।

রাধাষ্টমী ব্রত পালনের সঠিক নিয়ম

রাধার জন্ম মধ্যাহ্ন সময়ে হয়েছিল তাই উপবাস সময় দুপুর ১২ টা পর্যন্ত।

রাধাষ্টমী এর আগের দিনে নরীমসি খেতে হয়, একে সংযম বলা হয়। আর ঘুমানোর আগে অবশ্যই ব্রাশ করতে হয়। যাত্রে খাবারেরে কুচি মুখে লগে না থাকে। এরপর রাধাষ্টমীর দিনে ভোর ভোর শয্যা ত্যাগ করতে হয়। তারপর রাধারানী কে ভোগে দেওয়ার জন্ম প্রসাদ নব্বিদিনে করুন।

রাধাষ্টমী ব্রত পালন করার জন্ম ফুল, আতপ চাল, সন্ধি চাল ও নব্বৈদ্য হিসাবে দেওয়ার জন্ম আট রকমের ফল সংগ্রহ করুন। এরপর রাধাষ্টমীর দিনে সকল উপকরণ দিয়ে রাধারানীর সেবা করুন। এরপর ব্রতেরে পরদিনে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদেরে ভোজন করতে হয়। এইভাবেই সম্পন্ন হয়, রাধাষ্টমী ব্রত।

রাধাষ্টমী উপাসনা পদ্ধতি

সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠে স্নান সরে পরিস্কার পোশাক পরুন। ঠাকুরেরে স্থানে লাল বা হলুদ কাপড়, পতে তার উপরে, শ্রী কৃষ্ণ এবং রাধার মূর্তি স্থাপন করুন। পাশাপাশি পূজার ঘটও স্থাপন করুন। পঞ্চামৃত দিয়ে রাধা ও কৃষ্ণেরে স্নান করান। এরপর দুজনকেই নতুন বস্ত্র পরিয়ে সাজিয়ে দিন। আপনার নিয়ম মনে পূজা সারুন, ফুল-ফল নব্বৈদ্য সাজিয়ে দিন, প্রয়োজনে ভোগও দিতে পারেন। এরপর রাধা কৃষ্ণেরে মন্ত্রগুলি জপ করুন, ও রাধা কৃষ্ণেরে আরতি করুন।

রাধা অষ্টমীর তাৎপর্য

রাধা-কৃষ্ণ ভক্তদেরে জন্ম রাধা অষ্টমীর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। হিন্দু শাস্ত্রে একটি বিশ্বাস রয়েছে যে, যিনি এই ব্রত রাখেন তাঁর কোনওদিন অর্থের অভাব হয় না। শ্রী কৃষ্ণ ও রাধা আশীর্বাদ সর্বদা তাঁদেরে উপর বজায় থাকে।

রাধাষ্টমী ব্রতেরে মাহাত্ম্য

১। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে অষ্টমী তথিতিে মধ্যাহ্ন কালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন

রাধারানী। সেইজন্য প্রতবিহরই ভক্তরা এই দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেন।

২। কটে যদি একবার রাধাষ্টমী ব্রত পালন করেন তাহলে তার জন্ম জন্মান্তরেরে পাপরাশি সকল মুহূর্তেরে মধ্যবে বনিষ্ট হবে।

৩। রাধাষ্টমী ব্রত হচ্ছে লক্ষ্যধিক একাদশী ব্রতেরে সমতুল।

৪। রাধাষ্টমী ব্রত পালন করলে সমস্ত পবিত্র নদীতে স্নান করলে যে পুণ্য ফল পাওয়া যায়, সেই পুণ্যফল লাভ হয়।

৫। শাস্ত্রেরে আরও বলা হয়, যে এক পর্বতসমান সোনা দান করলে যে পরমাণ পুণ্য লাভ হয়, এক রাধাষ্টমী ব্রত পালনই সেই পরমাণ পুণ্য লাভ হয়।

৬। কটে যদি কৃষ্ণেরে কৃপা লাভ করতে চান তাহলে তাকে রাধারানীর চরণ ধরতই হবে। রাধার কৃপা ভিন্ন কৃষ্ণ লাভ হয় না।

৭। রাধারানীর জন্ম যহেতে দুপুরবেলোয়, বারোটা পর্যন্ত উপবাস করে তারপর ভোগ নবিদেন করতে হয়।

৮। রাধারানী কে ভোগেরে উপাদান হিসেবে দুধেরে তৈরি উপাদান দিনি। ভোগ নবিদেন করার আগে অবশ্যই তুলসী পাতা দবেনে। এই দিনি যদি তলিক কটে তারপর রাধারানী সবো করেন তাহলে রাধারানী আরো বেশি তুষ্ট হবেনে।

